যুগান্তর

তারিখ ... 3 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৭

নারায়ণগঞ্জে গার্লস স্কুলের শিক্ষক বরখাস্ত : প্রধান শিক্ষককে শোকজ

কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ছাত্রী লাঞ্ছনা ও কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগে নগরীর আমলাপাড়ায় নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। রবিবার স্কুল প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত কোচিং ফি আদায়সহ নানান অভিযোগের তদন্ত করতে এসে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. ছরোয়ার হোসেন এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ওই শিক্ষকের নাম মো. আরিফ। তবে সেখানে উপস্থিত অভিভাবকদের দাবি, জনরোষ থেকে বাঁচাতেই ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগ রয়েছে। অভিভাবকরা জানান, এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্রের কাছে অভিভাবকরা রীতিমতো জিম্মি। অভিযুক্ত শিক্ষক আরিফ প্রধান শিক্ষকের কাছের লোক হওয়ায় বহুবার এ ব্যাপারে নালিশ করলেও কোনো ব্যবস্থা নেননি তিনি। উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্র এর আগেও জাতীয় পার্টির প্রয়াত এমপি নাসিম ওসমানের স্বাক্ষর নকল করে ডিও লেটার দেয়ায় জেল খেটেছেন। তার বিরুদ্ধে লুটপাট ও অনিয়মের বহু অভিযোগ থাকলেও মন্ত্রণালয়ের অদৃশ্য ইশারায় তিনি থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

রোববার দুপুরে সরেজমিন জানা গেছে, আমলাপাড়া গার্লস স্কুলে কোচিংয়ের নামে ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে ১৫শ' টাকা নেয়া হতো। টাকা দিতে না পারলে পরীক্ষার প্রবেশপত্র আটকে রাখত স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রবেশপত্র ফেরত চাওয়ায় স্কুলের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করেন অভিযুক্ত ওই শিক্ষক। পরবর্তীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. ছরোয়ার হোসেনের কাছে অভিযোগ করলে তিনি উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র ফেরত দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। এ সময় তিনি স্কুলে নীতিমালাবিরোধী কোচিং কেন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে— এজন্য প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্রকে কারণ দর্শানোর জন্য সময় বেঁধে দেন। তবে অভিভাবকদের অভিযোগটি মিথ্যা দাবি করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শীতল চন্দ্র বলেন, আমরা কোচিং করাই না। শুধু দুর্বল শিক্ষার্থীদের 'বিশেষ ক্লাস' করানো হয় এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য মাসে ৩শ' টাকা করে মোট ৫টি বিষয়ে পড়ানো হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বলেন, অভিভাবকদের অভিযোগগুলো তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।